ষোড়শ অধ্যায়

রমণীয় পর্বতমালা

বেশ কিছুটা চলার পর ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান রমণীয় পর্বতমালার*** পাদদেশে উপস্থিত হল। এই পর্বতের যিনি মালিক, তিনিই পূর্বে উল্লিখিত ***রম্য গিরিশ্রেণীরও*** রাজা (৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তারা পর্বতে আরোহণ করে বন, উপবন, দ্রাক্ষার উদ্যান, জলের উনুই ইত্যাদি দেখে আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। পরে স্নান করে আঙ্গুর ফল খেল, এবং উনুইয়ের জল পান করে পরম তৃপ্তি লাভ করল। এই পর্বতশৃঙ্গের তৃণভূষিত চরাণীতে ***মেষপালকেরা*** তাদের পালকে চরতে দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পালের উপর নজর রাখছিল। যাত্রীরা তাদের কাছে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল; কারণ পথে কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে এভাবে দাঁড়ানো ছিল সেখানকার রীতি। তার পর জিজ্ঞেস করল, "এই ***রমণীয় পর্বত*** ও মেষপাল কার?"

মেষপালকেরা বলল, "এই পর্বতমালা ***ইম্মানুয়েলের*** দেশের অন্তর্গত, ***তাঁর রাজধানী*** পর্বতশিখর থেকে দেখা যায়। এই মেষপালও ***তাঁরই;*** এদের জন্যই ***তিনি*** প্রাণ দিয়েছিলেন, যেমন তিনি বলেছিলেন, "মেষদের জন্য আমি আমার প্রাণ দিয়ে থাকি" (যোহন ১০:১৫)।

খ্রীষ্টিয়ান— স্বর্গীয় ***রাজধানীর*** এটাই কি পথ?

মেষপালক— হ্যাঁ, তোমরা ঠিক পথেই আছ।

খ্রীষ্টিয়ান— ***রাজধানী*** আর কত দূর?

মেষপালক— যারা বাস্তবিকই সেখানে পৌঁছতে পারবে, তাদের ছাড়া অন্যের পক্ষে বহুদূর।

খ্রীষ্টিয়ান— এ পথে ভয়ের কিছু নেই তো?

মেষপালক— যাদের জন্য ভয় থাকবার কথা নয়, তাদের জন্য নেই; "কিন্তু অধর্মচারীরা এ পথে উছোট খায়" (হোশেয় ১৪:৯)।

খ্রীষ্টিয়ান— পথশ্রান্ত যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা আছে?

মেষপালক— এই পর্বতের রাজা আমাদের আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা অতিথি সেবার কথা ভুলে যেও না" (ইব্রীয় ১৩:১)। তাই এখানকার সবরকম ভাল জিনিস তোমাদের জন্য।

মেষপালকেরা পথিকদের সঙ্গে কথা বলে যখন বুঝতে পারল, এরা প্রকৃতই যাত্রী, তখন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথা থেকে এসেছ? পথের সন্ধান কীভাবে পেলে? আর কি করেই বা এত দূর এলে?" কারণ খুব কম লোকে এই পর্বত পর্যন্ত আসতে পারে। যাত্রীরা অন্যান্য স্থানের মত একই উত্তর দিল; ***মেষপালকেরাও*** তাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে ***রমণীয়***

পর্বতমালায় তাদের "স্বাগত" জানাল। ***জ্ঞানবান, অভিজ্ঞ, সচেতন*** ও ***সরল*** নামে চারজন ***মেষপালক*** তাদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। তার পর খাবার যা প্রস্তুত ছিল, তা-ই খেতে দিয়ে বলল, "আমাদের ইচ্ছে, তোমরা আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন থেকে যাও, আলাপ-আলোচনা কর, এবং এই ***রমণীয় পর্বতে*** যা কিছু দর্শনীয় আছে, তা উপভোগ করে তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ কর।" যাত্রীরাও আনন্দ সহকারে সম্মতি জানাল। এর পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গেল।

স্বপ্নে দেখলাম, সকালবেলা পর্বতে বেড়াতে যাবার জন্য ***মেষপালকেরা*** যাত্রীদের ডেকে তুলল। বেড়াতে বেরিয়ে প্রথমে তাদের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য দেখাল, তার পর নিয়ে গেল ***ভ্রম*** নামে এক পর্বত শিখরে। সেখান থেকে তাদের নিচে তাকাতে বলল, তারা নিচু হয়ে তাকিয়ে দেখল, পর্বতের পাদদেশে কয়েকজনের ভগ্ন-চূর্ণ দেহ পড়ে আছে। ***খ্রীষ্টিয়ান*** এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে ***মেষপালকেরা*** বলল, "***হুমিনায়*** ও ***ফিলীত*** (২তীমথি ২:১৭, ১৮) নামে দু-জনের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত শিক্ষায় কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছিল, তা জান?" তারা বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি।" তখন ***মেষপালকেরা*** বলল, নিচের ঐ ভগ্ন-চূর্ণ, বিকৃত মৃতদেহগুলো সেই সব লোকদের। কবর না দিয়ে ওগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে, পাছে কেউ অতি বাড়-বেড়ে পর্বতপ্রান্তে পা বাড়ায়।

এর পর ***মেষপালকেরা*** যাত্রীদের ***সতর্কতা*** নামে আর একটা পর্বতচূড়ায় নিয়ে গিয়ে দূরে তাকাতে বলল। তারা যা দেখল, তাতে মনে হল, কতকগুলো লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে;হয়তো তারা অন্ধ, কারণ মাঝে মাঝে তাদের ঠোক্কর খেতে দেখা যাচ্ছিল, তা ছাড়া, তারা কবরস্থান থেকে কিছুতেই বের হতে পারছিল না। ***খ্রীষ্টিয়ান*** এর তাৎপর্য জানতে চাইল।

মেষপালকেরা বলল, "এই পর্বতের একটু নিচে পথের বাঁ-দিকে মাঠে যাবার একটা সিঁড়ি আছে, দেখেছিলে কি?" তারা বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি।" তখন ***মেষপালকেরা*** বলল, "ঐ সিঁড়ির অপর দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে ***হতাশা***-অসুরের ***সন্দেহ***-দুর্গ পর্যন্ত একটা রাস্তা চলে গেছে। ঐ যে লোকগুলোকে দেখলে, ওরা এক সময় যাত্রী হয়ে ঐ সিঁড়ির কাছে এসে দেখল, রাজপথ বড্ড এবড়ো-খেবড়ো, তাই সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাঠের রাস্তা ধরেছিল। ইতিমধ্যে ***হতাশা***-অসুর এসে ওদের বন্দি করে ***সন্দেহ***-দুর্গে আটকে রাখে। কিছুদিন পরে অসুর ওদের চোখ উপড়ে ফেলে কবরখানায় ছেড়ে দেয়। সেই থেকে ওরা ওখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শলোমনের এই উক্তি সফল হয়েছে, "যে বুদ্ধির পথ ছেড়ে অন্যত্র ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সমাজে থাকবে" (হিতোপদেশ ২১: ১৬)। এ কথা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** একে অপরের দিকে তাকাল, মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না, কেবল চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

স্বপ্নে দেখলাম, ***মেষপালকেরা*** যাত্রী দু-জনকে এক গভীর উপত্যকায় নিয়ে গেল;সেখানে

পাহাড়ের গায়ে একটা দরজা ছিল, সেটা খুলে তাদের ভিতরে দেখতে বলল। তারা দেখতে পেল, ভিতরটা অন্ধকার ও ধোঁয়ায় ভরা;আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকার শব্দ ও নির্যাতিত লোকদের আর্তনাদ শুনতে পেল, তা ছাড়া, গন্ধক পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ পেল। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** এর তাৎপর্য জানতে চাইল। তারা বুঝিয়ে বলল, "এটা নরকের উপপথ;এ পথে ধাপ্পাবাজেরা, বিশেষত ***এষৌর*** মত যারা জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে, ***যিহূদার*** মত অর্থের লোভে গুরুকে ধরিয়ে দেয়, ***সিকন্দরের*** মত সুসমাচারের নিন্দা করে, ***অননিয়*** ও ***সাফিরার*** মত প্রবঞ্চ না করে, তারা নরকে যায় (ইব্রীয় ১২:১৬;মথি ২৭: ৩;২তীমথি ৪:১৪;প্রেরিত ৫:১-১০)। ***আশাবান মেষপালকদের*** বলল, "এরাও তো একদিন আমাদের মত যাত্রী বলে পরিচয় দিত।"

মেষপালক— হ্যাঁ, জীবনের অনেকদিন পর্যন্ত এদের যাত্রী বলে মনে হয়েছিল।

আশাবান— কিন্তু কতদূর এসে এরা প্রাণ হারিয়েছিল?

মেষপালক— কেউ কেউ এ পর্বত পেরিয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ কেউ এ পর্যন্তও আসতে পারেনি।

তা শুনে যাত্রী দু-জন পরস্পরকে বলল, "সেই ***সর্বশক্তিমানের*** কাছে আমাদের শক্তি ভিক্ষা করতে হবে"।

মেষপালক— নিশ্চয়ই, এবং শক্তি পেলে তা ব্যবহারও করতে হবে।

কয়েকদিন পরে যাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করতে চাইল। ***মেষপালকেরাও*** সমীচীন মনে করে পর্বতের প্রান্ত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। কিছুদূর গিয়ে তারা বলল, "যাত্রীরা যদি আমাদের দূরবীন দিয়ে পর্বত শিখর থেকে ***স্বর্গপুরীর*** দুয়ার দেখতে চায়, তবে দেখানো যেতে পারে।" যাত্রীরা তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে চাইল। তখন তারা যাত্রীদের ***নির্মল*** নামে এক পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে দূরবীন দিয়ে দেখতে বলল। কিন্তু হঠাৎ নরকের উপপথের কথা মনে পড়াতে তাদের হাত কাঁপতে লাগল, তাই স্পষ্ট দেখতে পেল না;তবুও ***স্বর্গদ্বার*** ও ***স্বর্গীয় সৌন্দর্যের*** প্রতিচ্ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন তারা আনন্দে গানের একটা কলি গেয়ে উঠল —

ভাবীকালের গুপ্ত সু-সংবাদ সার,
দেখাল মেষপালক — অপূর্ব! মনোহর!
ঈশ্বরীয় নিগূঢ়জ্ঞানে আছে যাদের মন,
মেষপালক সনে তারা করুক আগমন।

যাত্রা শুরু করার আগে ***মেষপালকদের*** একজন তাদের হাতে একখানা পথনির্দেশিকা দিল। আর একজন ***তোষামোদকারীদের*** থেকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিল। অন্য আর একজন বলল, "দেখো, ***মোহভূমিতে*** যেন ঘুমিয়ে পড়ো না।" সবশেষে আর একজন বলল, "***ঈশ্বর*** তোমাদের মঙ্গল করুন।" এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।